তারিখ ... NOV. 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, গোলাগুলি ও কোপানোর ঘটনা প্রমাণিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রকে বহিষ্কার □ ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ২

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপহরণ ও সন্ত্রাসী
কর্মকাণ্ড চালানোর দায়ে ১২ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জনকে
ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে, ৭ জনের উপর আগের অস্থায়ী বহিষ্কারাদেশ
স্থায়ী করা হয়েছে এবং তাদের শোকজ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা পরিষদের
সভায় গতকাল বুধবার এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার এ এফ রহমান হলের ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ১ম
বর্ষের ছাত্র মোঃ নুরুল ইসলাম খান এশান এবং একই হলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম
বর্ষের ছাত্র মহিউদ্দিন আহমদ মুরাদকে দু বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার
করা হয়েছে। তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ১৬ই জুলাই এএফ রহমান হলে সংঘটিত গোলাগুলির ঘটনার তদন্তে মোট ৩
জনের বিরুদ্ধে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।
কিন্তু তৃতীয়জন নিয়ামুল ইসলাম ভাবলু বহিরাগত বলে তাকে অবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য
আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

অন্য এক সিদ্ধান্তে গত ১৪ই এপ্রিল সূর্যসেন হলের এমফিল গবেষক মুন্সি মোহাম্মদ
সেলিমকে ঘুমন্ত অবস্থায় চাপাতি দিয়ে নির্মমভাবে কোপানোর দায়ে ৭ জনের অস্থায়ী
বহিষ্কারাদেশ স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরা হচ্ছে অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এ বি
এম জাকির হোসেন, ইসলামী শিক্ষা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শহীদুল ইসলাম, সমাজবিজ্ঞান
তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জামাল উদ্দিন, একই বর্ষ ও বিভাগের ছাত্র খিজির হায়াত খান টিপু,
ব্যবস্থাপনা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মেহেদী হাসান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের
নোমান এবং ইসলামী শিক্ষা বিভাগের খোকন। তবে এদের 'অস্থায়ী বহিষ্কারাদেশ কেন
স্থায়ী করা হবে না'—এ মর্মে ১৫ দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া
হয়েছে। নোটিশের জবাব পাওয়ার পর তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

উল্লেখ্য, ওই ঘটনার পরপরই এ ৭ জনকে উপাচার্য তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার
করেছিলেন।

এছাড়া গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মুহসীন হলে দুই কিশোরকে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়
ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়ার দায়ে ৩ জনকে অস্থায়ীভাবে
বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ৩ জন হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মদ ইদ্রিস
হোসেন খান আসিফ, মোঃ আবুল বহিষ্কার ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

বহিষ্কার ঃ ১২ জন ছাত্রকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাশেম চৌধুরী এবং মার্কেটিং বিভাগ ৭ম সেমিস্টারের ছাত্র ইশতিয়াক আহমেদ শিমুল। তাদেরকেও 'বহিষ্কারাদেশ কেন স্থায়ী করা হবে না'—এ মর্মে ১৫ দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে জবাব চাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে শৃংখলা পরিষদের এ সভায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পরপর ৩টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, কমিটির সুপারিশ এবং শৃংখলা পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়।

৩টি ঘটনার মধ্যে এএফ রহমান হলের গোলাগুলি এবং মুহসীন হলে চাপাতি দিয়ে কোপানোর ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে মুহসীন হলের অপহরণ ঘটনার সাথে প্রশ্নবোধক চিহ্ন জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহিরাগত সন্ত্রাসী সুজন ও তার দলবল ঘটনার সাথে সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে।